بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৭ই মার্চ, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে দোয়ার মাহাত্ম, গুরুত্ব ও কল্যাণ বর্ণনা করে পবিত্র রমযানে আমাদের করণীয় সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা আল্ বাকারার ১৮৭নং আয়াত পাঠ করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ *

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **আমার বান্দা যখন তোমার কাছে আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করে তখন (বলো) নিশ্চয় আমি নিকটে আছি, আমি প্রার্থনকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই। অতএব, সে যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।**

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, রমযান শুরু হতেই মানুষের ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, কেননা এটি কল্যাণকর মাস। তাই সাধারণত মসজিদগুলোতে অন্যান্য সময়ের তুলনায় এ মাসে অধিক হারে মুসল্লীদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **এ মাসে আমি শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করি এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেই-** যার ফলে অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, কেবলমাত্র রমযান মাসেই ইবাদত করা উচিত, অথচ এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। রমযানে আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের প্রতি এ কারণে মনোযোগ আকর্ষণ করেন যেন এরপর আমরা সেই অভ্যাসকে জীবনের অংশ বানিয়ে নেই, যদি এমনটি না হয় তাহলে রমযানের ইবাদত কোনো কাজে আসবে না। মহানবী (সা.) বলেন, **যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রমযানের রাতে উঠে ইবাদত করে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।** স্বভাবতই মানুষের দুর্বলতা আছে আর আল্লাহ্ তা'লা পরম দয়ালু, তাই তিনি আমাদেরকে সুযোগ দেন যেন বছরের অন্যান্য সময়ে আমাদের দ্বারা যেসব ভুলত্রুটি হয়ে যায় তা দৃষ্টিপটে রেখে নতুনভাবে যেন অঙ্গীকার করি যে, ভবিষ্যতে আমরা আল্লাহ্র নির্দেশে হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ তথা আল্লাহ্র ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হবো; তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে এ কথা বলছেন যে, **আমার বান্দা যখন জিজ্ঞেস করবে-** এখানে বান্দা অর্থ খোদা প্রেমিক। খোদা প্রেমিক তো এমন হতে পারে না যে, সে এগারো মাস ইবাদত না করে শুধুমাত্র এক মাসই ইবাদতে মশগুল থাকবে। তাই কেবলমাত্র পার্থিব প্রয়োজনে যেন আমরা দোয়া না করি, বরং আমাদের এই দোয়া করা উচিত, **হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তোমার নৈকট্য প্রদান করো।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, পবিত্র কুরআনে সাতশ' নির্দেশ রয়েছে। রমযান মাসে পবিত্র কুরআন পাঠের সময় আমাদেরকে এগুলো সন্ধান করে তার ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত। এটিই এক সত্যিকার প্রেমিকের কাজ। পরিপূর্ণ ঈমান হলো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সত্যিকার আনুগত্য করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ঈমান ও আমল সমান্তরালে চলে। অতএব, যখন কোনো ব্যক্তি ঈমান আনয়নের পাশাপাশি তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করবে তখন সে খোদা তা'লার বন্ধু হয়ে যাবে আর যখন খোদা তা'লার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে তখন সে খোদা তা'লার নৈকট্যও লাভ করবে।

অতঃপর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গৃহীত হওয়ার কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন যার মাঝে একটি হলো তাঁর একনিষ্ঠ বান্দা হতে হবে, নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত করতে হবে, তাঁকে সর্বশক্তিমান মনে করতে হবে আর কোনো মিথ্যা উপাস্য গ্রহণ করা যাবে না যা শির্কের দিকে ধাবিত করে। সম্প্রতি জার্মানি থেকে হিফাযতে খাসের কর্মীরা এসেছিল তাদের একজন প্রশ্ন করেছিল, আমরা কীভাবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারব। আমি তাদেরকে বলেছি, তোমরা যা-ই করবে তা শুধুমাত্র খোদা তা'লা সন্তুষ্টির জন্য করবে, তাহলে তিনিই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মনোযোগ এদিকে ফিরিয়ে দিবেন এবং তোমাদের কাজও সহজ হয়ে যাবে। এরপর হুযূর (আই.) হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-র দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যিনি একবার রানীর দরবারে বসে অস্থিরতার সাথে বারবার ঘড়ি দেখছিলেন। তার অফিসার তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার ইবাদতের সময় হচ্ছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ তাই আমার ইবাদত করা গুরুত্বপূর্ণ, একারণে আমি অস্থির হচ্ছি যে, নামাযের সময় আবার শেষ হয়ে যায় কি-না? তারপর রানী নিজেই সেখানে তার নামাযের ব্যবস্থা করে দেন। কাজেই, এমন সাহসিকতা এবং ঈমানের বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে থাকা উচিত।

মহানবী (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা তার কথা শোনেন যে অধৈর্য হয় না আর এ কথা বলে না যে, আমি অনেক দোয়া করেছি কিন্তু আল্লাহ্ শোনেন না। এটি কুফর এবং আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যখন আমার বান্দা আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ কী? এর উত্তর হলো, আমি নিকটে আছি। এর চেয়ে বড় দলীলের আর কী প্রয়োজন? এর খুব সহজ প্রমাণ হলো, যখনই কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে আমি তা শুনি এবং স্বীয় এলহাম দ্বারা তাকে সফলতার সুসংবাদ প্রদান করে থাকি। হুযূর (আই.) বলেন, রিভিউ অফ রিলিজিয়নস এর (গড সামিট) প্রোগ্রামে লোকেরা নিজেদের দোয়া গৃহীত হওয়ার ঘটনা শুনিয়ে থাকে। দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্ত হলো, লোকেরা তাকওয়া ও খোদা ভীতির সেই অবস্থা নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করলেই আমি তার কথা শুনব। অনেক সময় দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত হয়ে নিজের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আল্লাহ্ যখন দেখেন যে, বান্দা তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন তিনি সেই ব্যক্তির ঈমান সমৃদ্ধ করেন। মানুষও তখন বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সকল প্রয়োজন বা চাহিদা পূর্ণ করবেন। এরপর সে আল্লাহ্ ও তার বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে আরো তৎপর হয়।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীরা নামাযের প্রতি মনোযোগী, কিন্তু এখনো এক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। কাজেই, এ রমযানে আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত, আমরা যেন রমযান মাসটি এমনভাবে অতিবাহিত করি যা আমাদের ইবাদতের মানকে উন্নত করবে, আমাদেরকে খোদার নৈকট্য প্রদান করবে, যেন আমরা খোদা তা'লার নিষ্ঠাবান বান্দায় পরিণত হয়ে যাই। মহানবী (সা.) বলেন, **দোয়া সেই বিপদের বিপরীতেও কার্যকর যা আপতিত হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে** । তিনি (সা.) আরো বলেন, **তোমাদের প্রভু প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে আকাশের নিম্নস্তরে নেমে আসেন এবং বলেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করবো? কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করবো।** এটি কেবলমাত্র রমযানের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, বরং সবসময়ের জন্য সাধারণ নির্দেশ। মহানবী (সা.) আরো বলেন, **যে ব্যক্তি এটি চায়, আল্লাহ্ তা'লা বিপদের সময় তার দোয়া কবুল করেন তাহলে সে যেন স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অধিক হারে দোয়া করে।**

আরেক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি বান্দার ধারণানুযায়ী তার সাথে আচরণ করে থাকি। যখন বান্দা আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে আমার কথা মনে মনে স্মরণ করে তাহলে আমি তার হৃদয়ে অবস্থান করি আর যদি সে আমার কথা কোনো সভায় উল্লেখ করে তাহলে আমি তার উল্লেখ আরো বড় সভায় করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই আর যদি সে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।** প্রত্যেক আহমদীর আল্লাহ্‌র স্মরণে নিজের জিহ্বাকে সিক্ত রাখার এবং তার পানে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

হুযূর (আই.) মহানবী (সা.)-এর আরেকটি পূর্ণাঙ্গ দোয়ার উল্লেখ করেন আর তা হলো,

{اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا}

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন, **"হে আমার আল্লাহ্! আমাদের মাঝে তোমার এমন ভয় সৃষ্টি করে দাও, যা আমাদের এবং আমাদের পাপের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আর আমাদের এমন আনুগত্য দান করো, যা আমাদের জান্নাতে পৌঁছে দেবে। আমাদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস দান করো, যা আমাদের জন্য জগতের বিপদাপদকে সহজ করে দেবে। তুমি যতদিন আমাদের জীবন দান করবে, ততদিন আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং শক্তি-সামর্থ্য আমাদের উপকারে ব্যবহার করো এবং এগুলোকে আমাদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও। আমাদের প্রতি যারা অন্যায়-অবিচার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো এবং যারা আমাদের প্রতি শত্রুতা করে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। আমাদের ধর্মের মধ্যে কোনো বিপদ দিও না এবং আমাদের সর্বোচ্চ চিন্তাভাবনা যেন পার্থিব জীবন কেন্দ্রিক না হয়, আমাদের জ্ঞান যেন কেবল ইহজগতের মাঝেই সীমিত না থাকে। আর আমাদের ওপর এমন লোকদের চাপিয়ে দিও না, যারা আমাদের প্রতি দয়া করে না।"** (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল: ৩৭০৬)

আরেকটি হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত ইউনুস (আ.)-এর দোয়া **"লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতুম মিনায্ যালিমীন"** অর্থাৎ, (হে আল্লাহ্!) তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই, তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। **উল্লেখ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদের সময় এই দোয়া করবে তার দোয়া অবশ্যই আল্লাহ্ কবুল করবেন।** আল্লাহ্ তা'লা তকদীরও পরিবর্তন করে দেন। যে পুণ্যকর্ম করে, এস্তেগফার করে, মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকে তার প্রতি খোদার করুণা অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রতি কতটা দয়ালু যে, তিনি স্বয়ং আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন? এর কারণ হলো, আমরা যেন এসব দোয়া করি আর তিনি তা কবুল করবেন। তবে শর্ত হলো, আমরা যেন তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হই। মহানবী (সা.) অন্যত্র বলেন, **বান্দা যখন দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চায় তখন আল্লাহ্ তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।**

পরিশেষে হুযূর (আই.) দোয়ার তাহরীক করতে গিয়ে বলেন, আজকাল বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে বিশেষত পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কিছু গ্রুপ দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে বা তাদের পক্ষ থেকে মানুষ আক্রমণের শিকার হচ্ছে, রাষ্ট্রব্যবস্থাপনাও তাদের ভয়ে তাদের কথা মেনে নিচ্ছে। তাই আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত যে, আমাদেরকে এসব অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করো, তুমি নিজে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। আমরা যখন এভাবে দোয়া করব, তখন আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এক বিপ্লব সৃষ্টি করবেন। দোয়ার প্রতি আমাদের অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। হুযূর (আই.) বলেন, এই রমযানকে এরূপ এক রমযানে পরিণত করুন যা দোয়া গৃহীত হওয়ার রমযান হয় এবং আপনাদের মাঝে এক স্থায়ী পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সকল শত্রুদল ও অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করুন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)